সুপ্রভা চৌধুরীকে লেখা পাঁচখানি পত্রের পত্রাংশ

(পত্র-প্রাপিকা কর্তৃক নির্বাচিত)

(১)

তোমার বৃষ্টি ভালো লাগে বলে খুব জাঁক করেছ যে জিজ্ঞেস করি, বৃষ্টি আমার ভালো লাগে না। একথা কবে আমার কাছে শুনেচ? আমার জন্মও ভাদ্র মাসে—ধারা বর্ষার মধ্যে

ভাদ্র পদ মাস বড় দুরন্ত বাদল

নদ নদী একাকার বেগে বহে জল—

—সেই ভাদ্রমাসে। অতএব জাঁক আর কোরো না। এখন ধরো বেড়াতে গিয়েছি শিলং-এ, সেখানে এদিক ওদিক একটু দেখবো, বেড়াবো। নীল আকাশ সেখানে না দেখলে ভালো লাগে? আমারও খুব ভালো লাগে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মেঘান্ধকার সন্ধ্যা, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারামুখর তিমির রাত্রি, যখন নতুন জলে বিলবিলের ডোবায় ব্যাঙ ডাকে, খড়ের চালের ছেঁচ থেকে একঘয়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দ হয়, গভীর রাত্রে পাড়াগাঁয়ের কোনো বাড়িতে কোনো আলো জ্বলে না, কোনো শব্দ শোনা যায় না বৃষ্টির শব্দ ছাড়া—সে রকম বর্ষা কি শিলং-এ হয়? ছাই হয়! শহর জায়গায় তেমন বর্ষার effect হবে কোথা থেকে?

তবে রৌদ্র আমার বোধ হয় আরো ভালো লাগে। এই আজই ঠিক দুপুরে মাঠে নিমের ডাল পাড়তে গিয়েছিলুম। খুব কড়া রোদ, বেলা বারোটা, নীল আকাশ—সেই মাঠে বিল্বপুষ্পের ঘন সুগন্ধের মধ্যে রৌদ্রে কতক্ষণ বসে রইলাম। আমার স্কুলের ছাদে টিফিনের সময় আমি একটা কিছু পেতে রৌদ্রে শুয়ে থাকি বৈশাখ মাসেও। অন্য অন্য মাস্টাররা বলেন—একটা অসুখবিসুখ বাধাবেন দেখচি বিভূতিবাবু, অমন খাড়া রোদে শোবেন না। উঠে আসুন, উঠে আসুন।

(২)

কলকাতায় এসে আমার মন ভালো নেই। কেবল বাড়ি যেতে ইচ্ছে করচে। কোনো কাজে মন বসছে না। তার ওপর এবার আবার এ গোটা হপ্তা-টাই ছুটি। কাজ আছে বলে দেশে গেলুম না। নইলে আমাদের ঘাটের ওপর নত হয়ে পড়া সেই বনসিমের ফুলে ছাওয়া ঝোপটার কথা এত মনে হচ্ছে। আমার কোথাও মন বসে না ঐ তো আমার আসল দোষ। বিশেষ করে এই শহরে।

"Beyond the east the Sunrise, beyond the west the Sea

And east and west the wander thirst than will not let me be

And come I may, but go I must, if men ask why

You may put the blame

On the stars and the Sun

On the white road and the sky."

(৩)

এবার তোমার পত্র পড়ে ভারী খুশি হয়েছি। খুশি অ-খুশির কথা ভেবো না। তোমার পত্র যে ভাবে ইচ্ছে লিখো, পত্র পেলেই আনন্দ পাবো। তোমর ইচ্ছেমতো পত্র পেয়েই জবাব দিলাম।

আমাদের গ্রামে রাজলক্ষ্মী বলে একটি মেয়ে ছেলেবেলায় আমার ক্রীড়াসঙ্গিনী ছিল। প্রায় আমারই বয়েস, দু'পাঁচ মাসের ছোট হবে। রাজলক্ষ্মী বড় সুন্দরী ছিল ছেলেবেলায়। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে দু-একবার দেখেছিলুম, তারপর কতকাল তাকে দেখিনি। পরশু রাণাঘাটে গিয়েছিলুম বিশেষ একটা কাজে। রাণাঘাট স্টেশনে রাজলক্ষ্মীকে দেখলুম। সে তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে নবদ্বীপে রাস দেখতে যাচ্চে।

এমন একটা shock পেয়েছি সেদিন! এই সেই রাজলক্ষ্মী! বিধবা হয়েচে, চুল খাটো করে কাটা, মুখের সে লাবণ্যের এক কণাও নেই। রোগা, রং কালো হয়ে গিয়েচে, চেনাই যায় না। রূপ স্থায়ী হয় না বলা খুব সহজ, কিন্তু রূপকে কেন স্থায়ী করে সৃষ্টি করেননি এ জন্যে ভগবানের জবাবদিহি নিতে ইচ্ছে করে। কথাটা তোমাকে লিখলুম, কারণ এ ক'দিন রাজলক্ষ্মীর ব্যাপারটা ভুলতে পারচিনে। মনে বড় কষ্ট হয়েচে। ছেলেবেলায় কি ভাবই ছিল ওর সঙ্গে!

প্রীতি জেনো।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

অরণ্যকে যেখানে যা কিছু অসঙ্গতি থাকবে, আমায় জানিও। অনেক সময় ঠিকমতো প্রুফ দেখা না হওয়াতে ভুল থেকে যায়। যেখানে ভালো লাগবে বা লাগবে না, তাও জানিও। একটু মন দিয়ে পড়ো।

আর একটা কথা, তুমি বোধ হয় জানো জানুয়ারি মাসে Indian Science Congress কলকাতায় হবে। ৩রা জানুয়ারি বড়লাট open করবেন সিনেট হলে। এই উপলক্ষে পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা আসবেন। দুজন তো ধরো অত্যন্ত বড় ও বিখ্যাত Sir James Jean ও Sir Arthur Eddington-বিখ্যাত astronomer ও actrophysicist, —এঁদের দর্শন পাওয়া কলকাতায় বসে, এ একটা সৌভাগ্যের কথা। তার ওপরে এঁদের public lecture হবে সিনেটে astronomy সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে। আমি একটা programme লিখে দিলাম যে দিন যা হবে। যদি পারো, সে সময় কলকাতায় এসো। এ একটা মস্ত এডুকেশন—এঁদের দেখা এবং বক্তৃতা শোনা। তোমাদের কলেজের আরো teacher-দের আসতে বলবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ এ ভাবেই রাখা দরকার, যখন সকলেই শিক্ষাদান নিয়ে আছে।

Monday, January 3 at 6-30 p.m. growth of civilisation—Prof H. I. Fleure F.R.S.

Tuesday, January 4 p.m. 'Isotopas' by Prof. F.W. Aston, Nobel Laureate, Cavendish Laboratory, Cambridge.

Wednesday, Jan.5, at 6-30 p.m. A popular subject by Sir James Jeans D. Sc. General Presi- dent of the Session.

Friday, January 7, 6-30 p.m. The Milky Way & Beyond by Prof. Sir Arthur Eddington, Plumian Professor of Astronomy, University of Cambridge.

Saturday, Jan.8, 6-30 p.m. The Biology of Death by Prof. F. A. W. Crew F.R.S. University of Edinburgh.

এর মধ্যে তিনজন—Prof. Aston. Sir James Jeans ও Sir Arthur Eddington.—এঁদের দেখাও একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য। আসবার চেষ্টা করবে।

এ ছাড়া আমরা আমাদের থেকে এঁদের পৃথক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছি। তুমি যদি আসো, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো। নীরদ দাসগুপ্তের ভাই প্রমোদবাবু ও আমি Jean ও Eddington-এর দুজনে বড় ভক্ত—সেজন্যে নীরদ দাসগুপ্তের বাড়িতে আমরা একদিন ঐ দুজনকে চায়ে নিমন্ত্রণ করবার চেষ্টা করবো। ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী, নীরদবাবুর সঙ্গে খাতির রাখেন খুব ফারোকীয় ইলেকসন কেস নিয়ে—তিনিও সেদিন আসবেন এবং ওঁর influence-এ বোধ হয় ঐ দুজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে বাড়ির চায়ের টেবিলে পাবো। তোমাকেও নিয়ে যাবো, যদি থাকো।

(৫)

কলিকাতা

৬ই

জানুয়ারি,১৯৩৮

রাত্রি দশটা

কলকাতায় যে কি কাণ্ড চলচে সে তুমি সুদূর শ্রীহট্টের একটা বাজে পাড়াগাঁয়ে বসে কিছুই বুঝতে পারবে না। আমার কেবলই দুঃখ হচ্ছে কদিন যে তুমি কিছুই দেখতে পেলে না। একই সময়ে বিখ্যাত খেলোয়াড় টিলডেন-এর টেনিস খেলা। লর্ড টেনিসনের দলের ক্রিকেট, আর্ট প্রদর্শনী, বিজ্ঞান কংগ্রেস, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতা, বেকার ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী সব একসঙ্গে চলচে। কলকাতা সরগরম। এখানকার রাস্তাঘাটে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের বড় বড় অধ্যাপকগণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একহাজার ডেলিগেট এসেছে কংগ্রেসের জন্য নানা স্থান থেকে। তাদের ভিড়ে কলেজ স্ট্রীটে YMCA রেস্তোরাঁ, দ্বারিক ঘোষের খাবরের দোকানে, সেনেটের সামনের রাস্তায় চলাফেরা কষ্টকর হয়ে উঠেচে। বৈদেশিক ডেলিগেট এসেচে প্রায় ২৫০ জন। এঁদের সকলেই বিখ্যাত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক। এক-একদিন ছ'সাতটা বক্তৃতা হচ্চে এঁদের। বিভিন্ন স্থানে অবিশ্যি, যেমন ধরো, আজই Jeans-এর ছিল সেনেটে, Howe-এর ছিল Institute of Engineers -এ Prof Ernest Barke–এর ছিল আশুতোষ কলেজে, Dr. Blackman-এর ছিল University Institute.এ, Prof. Reginald Butler এর ছিল বৌবাজারের Science Association-এর Hall-এ। তবুও কী ভিড় jeans-এর বক্তৃতা শুনতে Senate-এ। যত লোক ভেতরে, শুনলুম তত লোক ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে। আমি গান্ধী কি রবীন্দ্রনাথের সভাতেও এমন ভিড় দেখেচি কিনা সন্দেহ। ৬ টায় বক্তৃতা আরম্ভ। ৫টায় এসে দেখি সেনেটের সব দরজা বন্ধ।। Dr. Aston, Physics-এ Nobel প্রাইজ প্রাপ্ত। এঁর বক্তৃতায় বড্ড ভিড় হওয়ায় ওরা নাকি নিয়ম করেচে কার্ড ভিন্ন ঢুকতে দেবে না। আমি তো সেনেটের পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়ামের দোর দিয়ে ঢুকে দেখি হলে মাত্র ছ'জন লোক আছে আগে থেকে চুপ করে বসে। তারপর লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো। শেষে দাঙ্গা, দরজা ভাঙাভাঙি, হাতাহাতি, হৈ-হৈ কাণ্ড। তবে অধিকাংশ লোক হুজুগে পড়ে এসেচে, নইলে Jeans-এর 'Nebule' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনবার জন্য পাগল, এত জ্ঞানপিপাসা এখনো বাংলাদেশে হয়নি। সেদিন আমি Jeans-এর সঙ্গে আলাপ করেচি। পরশু Flear-এর বক্তৃতার দিন সিনেটে। সেদিন বক্তৃতা শেষ হবার পরে পশ্চিম দিকের বারান্দায় দেখি তিনটে সাহেব অপেক্ষা করচে, ভিড়ের মধ্যে হলে ঢুকতে না পেরে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হোল ইনিই জিনস, গভর্নরের বাড়িতে অতিথি, State Car-এ এসেচেন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তখন মাছি প্রবেশ করার উপায় নেই। জিনসের সাধ্য কি সেখানে ঢোকেন? আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই কিSir James Jeans? তিনি বল্লেন, 'হ্যাঁ। আমি বললাম আপনাকে দুটি প্রশ্ন করতে চাই। দু'মিনিট সময় দেবেন কি? জিনস বললেন, গলা বসে ব্যথা হয়েচে দার্জিলিং গিয়ে, কথা কইতে তিনি অক্ষম। আমি নাছোড়বান্দা, বললুম তবে এক মিনিট সময় দিন। অগত্যা তিনি বললেন, কি প্রশ্ন ? তখন আমার দুটি প্রশ্ন করলুম (১ম) Dean luge-এর বইয়ের প্রতিবাদ আপনি কেন করেননি?

(২য়) পৃথিবী ভিন্ন অন্য গ্রহনক্ষত্রে জীবজগৎ সম্বন্ধে আপনার মত কি? এক মিনিটে হোল না, পাঁচ ছ'মিনিটের বেশি হয়ে গেল জবাব দিতে। তারপর তার অটোগ্রাফ নিলুম, তোমায় দেখাবো। হলে ঢুকে ড. কালিদাস নাগের সঙ্গে দেখা, তিনি আমায় নিয়ে গিয়ে Prof. Albenrt Davies Mead ও Mrs. Mead-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। Prof. Mead এসেচেন Rhode Island U.S.A. থেকে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির জীববিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপক। জনৈক বৈদেশিক ডেলিগেট। আমারা P.E.N. Club থেকে আগামী রবিবার কালিদাস নাগের বাড়িতে Jeans, Eddington ও আরো কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপককে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা করচি। আজও কালিদাসবাবু বলছিলেন, আগামীকাল Eddington-এর বক্তৃতা আছে সেনেটে। সত্যি, এ সময় যদি এখানে থাকতে তুমি। আমাদের কলকাতা শহর একেবারে লন্ডন হয়ে গেছে।

(৬)

তোমায় কাল রাত্রে যে চিঠিখানা লিখেছিলাম তাতে ঘুম ও পায়ে কিছু যন্ত্রণা হওয়ার দরুন পাহাড়ে উঠে আমায় যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা লিখিনি। তুমি হয়তো আর আমার চিঠি পেতে না এবং খবরের কাগজে বেরুতো আমি মারা গিয়েছি। সে এক বিপদ যাতে কখনো পড়িনি।

হল কি জানো—ওরা সবাই বাসাডেরাতে একটা সংকীর্ণ উপত্যকাতে ঝরনার ধারে পিকনিক করতে লাগলো, মেয়েরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমি শালমঞ্জরী ও শিবপুষ্প সংগ্রহ করবার লোভে বাঁদিকের পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করি, সেই অবসরে। জায়গাটার চারিদিকেই পাহাড়, পাহড়ের ওপারে বড় ঘন জঙ্গল, তবে বিশেষ করে শাল ও অর্জুনের বন হওয়ায় খানিকটা ফাঁকা দেখায়। পাহাড়টাতে উঠতে গিয়ে দেখলুম খুব steep slope এবং তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তররাশিতে সারা ঢালু অতীব দুরারোহ। একটা জায়গায় গিয়ে দেখি একখানা 'রাগ' জাতীয় পাথর অর্থাৎ foothold ও handhold বিহীন ৪০ ফুট আন্দাজ লম্বা ও খুব চওড়া একখানা মসৃণ পাথর প্রায় ৬০ ডিগ্রি কোণ করে আড়ভাবে হয়েছে। তার তলায় অনেকখানি জায়গায় একেবারে spear drop, নীচে একরাশ তীক্ষ্ণাগ্র পাথর। সেখানটাতে গিয়ে দেখলুম সেই পাথরখানা বেয়ে না উঠলে পাহাড়ের চূড়ায় যাবার আর কোনো রাস্তা নেই। আমার হাতে একখানা টাঙি ছিল—একটা গাছের গুঁড়িতে টাঙিখানা রেখে পাথরখানা বেয়ে হাতপায়ের জোরে হামাগুড়ি মতো দিয়ে একরকম করে তো উঠলাম। পাহাড়ের ওপরে উঠতে বহুক্ষণ লাগলো—পাথর কাঁটাবনের জন্যে। কিন্তু যখন একেবারে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছি, সেই জায়গাটা থেকে চারিধারের কি শোভা! তখন বেলা প্রায় ২টা। যেদিকে চাই সেদিকে থৈ-থৈ করচে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো পাহাড়ের শ্রেনির উঁচুনিচু চূড়া—মধ্যে খুব উঁচুতে বড় বড় শালগাছগুলো যেখানে চারাগাছের মতো দেখাচ্চে—যেখানে বাসাডেরা উপত্যকা—সেখানে আমাদের দল রান্না করেচে—তাদের দেখাও যাচ্চে না বা তাদের স্বরও শোনা যাচ্চে না—বহু নীচে তারা রয়েছে। সেখানটাতে অনেক শিবদুর্গা পুষ্প ফুটে আছে গাছে—তারই একটা গুঁড়িতে তোমার নামটা খোদাই আছে—পাথর দিয়ে কেটে। আধঘন্টা পরে ভাবলুম এবার নামা যাক, কারণ এসব পাহাড়ে ভালুক যথেষ্ট, কি জানি যদি কোনোদিক থেকে বার হয়। নামতে নামতে সেই মসৃণ বড় পাথরখানার (আগে যেটার কথা বলেছি) কাছে এসে দেখলুম ওঠার পথে ঐ পাথর বেয়ে নামা বড় কষ্টকর। একটা বোকামি করলাম, পেছন পিরে না নেমে, চিত হয়ে শুয়ে নামতে গেলাম। যখন ১৫ ফুট আন্দাজ নেমেছি, তখন দেখি পা রাখবার কোনো জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না—সামান্য একটুখানি খাঁজে আড়ভাবে হাত রেখেচি, তাতে grip পাচ্ছি না, অথচ smooth পাথরের দেহটা foothold না পেয়ে ক্রমশ গড়িয়ে যেতে চাইচে—ভয়ানক বিপদ। গড়িয়ে গেলে একেবারে ৩০ ফুট নীচের তীক্ষ্ণ প্রস্তররাশির ওপর পড়ে সাংঘাতিক জখম হবো নয়তো মারাই পড়বো। তখন নিজের বিপদ বুঝতে পারলুম, তখন হাত অবশ হয়ে এল, হঠাৎ যেন বড় জলতেষ্টা পেলে। কেউ কোথাও নেই যে ডাকি। ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় তখন আমি পৃথিবীর ও পর্বতের মাঝামাঝি অবস্থায় ব্যাঙের মতো চিত হয়ে গড়ানো পাথরের গায়ে শুয়ে আছি। যখন যাই-যাই এমন অবস্থা, তখন wildly চারিদিকে চেয়ে দেখতে গিয়ে নজরে পড়লো হাতচারেক উঁচুতে একটা কি গাছের মোটা শেকড় পাথরের ফাটল

থেকে বেরিয়ে ওপরের দিকে চলে গিয়েছে। আমি বুঝলাম এই আমার একমাত্র আশ্রয়—যদি বাঁচি তো ঐ শেকড়টা যদি ধরতে পারি তবেই। মরীয়ার সাহস বলে একটা জিনিস আছে—করলাম কি, সেই সামান্য হাত রাখবার আশ্রয়ও ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঝোঁকের মাথায় সেই শিকড়টা আঁকড়ে ধরতে গেলুম এবং আয়ু আছে বলে ধরতেও পারলুম—না ধরতে পারলে টাল খেয়ে আরো সজোরে নীচে পড়ে যেতুম। এই হল আমার adventure-এর কাহিনী। কিন্তু বর্তমানে পায়ের আঘাত সেসময়ে লাগেনি, ও লেগেছিল নামবার সময় একটা তীক্ষ্ণ পাথরে কেটে গিয়ে-সামান্য ব্যাপার।

(সুপ্রভা দত্ত শিলং-এর লেডি কিনিং কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। বিভূতিভূষণের অনুরাগিণী এই মহিলা যখন কলকাতায় এম. এ. পড়তেন—তখন বিভূতিভূষণের সঙ্গে তার যোগ ছিল। অনেক আনন্দময় মুহূর্ত কেটেছে তাঁর সঙ্গে। ১৩৪৭ সালের ১৫ই বৈশাখে সুপ্রভা দত্ত বিবাহিত হয়ে সুপ্রভা চৌধুরী হন। মাতৃরূপা এই মহীয়সী অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর পত্রাবলী পাঠিয়েছিলেন বলে এতকাল পরে তা প্রকাশ করা সম্ভব হল।)—নির্বাহী সম্পাদক।